দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24-OCT-2007
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

শিক্ষা

উচ্চশিক্ষা: বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

জ্ঞান নির্ভর সমাজ বিনির্মাণ ও মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিল্প বিপ্লবের পর এবং বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা ,ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। কিন্তু গুটিকয়েক সরকারি বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেশনজট, উচ্চ শিক্ষা প্রসার ব্যাহত, অভিভাবকদের আর্থিকভাবে দূর্দশাগ্রস্ত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে হতাশা সৃষ্টি করছে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র রাজনীতিমুক্ত বলে শিক্ষাক্ষেত্রে তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ ভূমিকা বহন করছে। বেসরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণীতে ছাত্র উপস্থিতি নিয়মিত এবং তারা সময়মত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যথাসময়ে ডিগ্রী অর্জন করে চাকুরীর বাজারে প্রতিযোগিতায় তারা স্থান দখল করে নিচ্ছে। সর্বোপরি উচ্চ শিক্ষিত যুবকদের যোগ্যতা বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি করছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন ও বিভিন্ন টেলিকম এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীসহ সরকারী-বেসরকারী সংস্থায় উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় চাকরি অর্জনে সক্ষম হচ্ছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পড়ালেখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশ যাওয়ার হার লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে, যার ফলে বাংলাদেশের শত শত কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। একই সঙ্গে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে সরকারী তহবিলের উপর চাপ কমতে শুরু হয়েছে। এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা কমে যাওয়ার ফলে বছরে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট ও অস্থিরতা না থাকায় তাদের জীবনের মূল্যবান সময়গুলোর অপচয় ঘটে না। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে পড়ার কোন সুযোগ নেই। শুধু অন্যদিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দরিদ্র প্রায় ২০-২৫ ভাগ অর্ধ সচ্ছল পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনসহ অতি সামগ্রী খরচে পড়ানোর সুযোগ দিচ্ছে। তাদের বৃত্তি প্রদান করে গড়ে প্রতিটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বছরে প্রায় ১-২ কোটি টাকা খরচ করছে। যেমন আর্ত-মানবতার সেবায় নিবেদিত ও একুশ শতকের উপযোগী একদল দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রথিতযশা শিক্ষাসেবী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত আইবিএপি ট্রাস্ট এর অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে দেশের অন্যতম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। আদর্শ, দক্ষ ও যুগোপযোগী মানুষ গড়ার অন্যতম কারিগর ও সৃষ্টিশীল তারুণ্যের গর্বিত ক্যাম্পাস এই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বহু মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগসহ যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির ক্ষেত্রে গত অর্থ বছর পর্যন্ত ব্যয় করেছে প্রায় ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

> *বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ১০.৯% শিক্ষার্থী পড়ে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৬% শিক্ষার্থী পড়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, এই সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২০০৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তির শতকরা বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে ৪১ শতাংশ।*

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমশ সুনাম অর্জন করছে। অতি-সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ৪ জন শিক্ষার্থী আবিষ্কার করেছে মাইক্রো কন্ট্রোলার। যার দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাসা বাড়ির পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণা কর্মকাণ্ডে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ১০.৯% শিক্ষার্থী পড়ে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৬% শিক্ষার্থী পড়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, এই সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২০০৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তির শতকরা বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে ৪১ শতাংশ।

শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা নয়। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলাই হউক সবার মূল লক্ষ্য। এ প্রত্যাশাই কাম্য।

[লেখক : একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার]